হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলার আইওকে লাঞ্চিত করলো আসামি

মেহেরপুর আদালত ভবনের বারান্দায় তদন্তকারী কর্মকর্তাকে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে চাঁদাবাজি ও পর্নোগ্রাফি মামলার আসামির বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আদালতের একাধিক কর্মচারী ও আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আদালতের বারান্দার সিসি ক্যামেরায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যাবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি শহরে টক অব দ্যা টাউনে পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, মেহেরপুরের আলোচিত আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় আজ মঙ্গলবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য শুনানি ছিলো। যথারীতি তদন্তকারী কর্মকর্তা মেহেরপুর ডিবি পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা এসআই আশরাফুল ইসলাম আদালতে আসামিদের উপস্থিতিতে সাক্ষী দেন। সাক্ষী দিয়ে তিনি আদালত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় মামলার ২ নম্বর আসামি ছন্দা খাতুনসহ কয়েকজন তাকে বিভিন্নভাবে গালি-গালাজ করেনে। এক পযার্যে ছন্দা খাতুন তার পায়ের জুতা খুলে তদন্তকারী কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারেন। এসময় তদন্তকারী কর্মকর্তা তড়িঘরি করে আদালত চত্বর থেকে বের হয়ে নিরাপদে চলে যান।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা আদালতে চলমান মামলায় জামিনে থাকা আসামিদের মাধ্যমে আদালতের বারান্দাতেই আক্রমণের শিকারে পরিনত হওয়াতে বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

হেনস্তার শিকার হওয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘ছন্দাসহ আসামিরা বিভিন্নভাবে বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে হুমকি দিয়ে আসছিলেন। আজও আদালতে সাক্ষী দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাকে উদ্দ্যেশে করে বিভিন্ন গালাগালি করে। আমাদের তাদের কথা কানে না নিয়ে দ্রুত আদালত ত্যাগ করি।’

মেহেরপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক টোটন বলেন, ‘বিষয়টি আমি কোর্ট ইন্সপেক্টর এর কাছ থেকে শুনেছি। আদালত চত্বরে আসামিদের এমন উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সুপারিশ করব।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষককে চর থাপ্পর ও লাঞ্চিতর ঘটনায় দামুড়হুদায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্চিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষক সমিতি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সম্মুখে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমিনুল হকের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী সাইফুল আমীন শীর্ষ’র দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো মিরাজুল ইসলাম, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো নজরল ইসলাম, মোক্তারপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো বখতিয়ার রহমান, জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো একরামুল হক, বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো সহিদুল ইসলাম, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো নজরল ইসলাম,কলাবাড়ি রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক আবু বক্কর, আবুল কালাম, আঃরাজ্জাক সহ উপজেলার সকল

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ম্যনেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত রোববার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাইফুল আমীন শীর্ষ সহকারী শিক্ষক মো হাফিজুর রহমান কে চর থাপ্পর ও শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করে।

আলমডাঙ্গায় হিসাবরক্ষকের হাতে লাঞ্চিত উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে শারীরিক লাঞ্ছিত করেছে একই প্রতিষ্ঠানের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক মনিরুজ্জামান। দাপ্তরিক ভুল কম্পোজ সংশোধন করতে বলায়, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তার উপর আক্রমণ করেন।

এঘটনায় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অফিস পরিদর্শন করেন। এঘটনায় দফায়-দফায় মিমাংসের চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে উপজেলা সমাজ সেবা অফিস কক্ষে ঘটেছে। ভুক্তভোগী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে শারীরিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করবে জেলা কর্মকর্তা। তবে, আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন।

সমাজ সেবা অফিস সূত্রে জানাযায়, রবিবার দুপুরে জেলা সমাজ সেবা অধিদফতর (ডিজি) বরাবর চিঠি তৈরি করতে নির্দেশ দেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন। চিঠিতে একাধিক ভুল থাকায় তাকে পূণরায়

সংশোধন করতে বলায় অফিসের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক মনিরুজ্জামান তার উপর আক্রমণ করেন। এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে। এতে নাজমুল হুসাইন শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এঘটনায় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন বলেন, ডিজি বরাবর চিঠিতে একাধিক ভুল করলে সংশোধন করতে বলা হয়। সে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কিলঘুষি মারতে থাকে। তিনি আরো বলেন, আমার উপর সে আক্রমণ করলেও কেউ ঠেকাতে আসেনি।

অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। যা হয়েছে ভুল বোঝাবুঝি। আপস-মিমাংস হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস বলেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারকে লাঞ্চিতের বিষয়টি শুনেছি। তাকে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। উচ্চমান সহকারীর বিরুদ্ধে ওই দপ্তর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।